কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

উপাচার্য হটাতে প্রশাসনিক পদ ছাড়ছেন শিক্ষকরা

পদত্যাগ করছেন না উপদেষ্টা-প্রক্টর

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে এবার বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ ঘোষণা দেন শিক্ষকরা। এদিকে সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসনিক পদ থেকে আওয়ামীপন্থী সব শিক্ষক পদত্যাগ করবেন বলে জানানো হলেও পদত্যাগের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. জহিরুল হক খন্দকার ও প্রক্টর অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সদস্যের পদ থেকে উপাচার্য ড. মো. রফিকুল হককে বহিষ্কার করেছে সংগঠনটি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অস্থিরতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে উপাচার্যের কাছে ঘটনার বিবৃতি প্রত্যাশা করেছে শিক্ষক সমিতি। জানা যায়, নারী কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির অভিযোগে উপাচার্য ড. মো. রফিকুল হকের পদত্যাগ দাবিতে সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম। সংগঠনটির সভাপতি ড. এ কে এম শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এনামুল হক বলেন, উপাচার্য তাঁর বিরুদ্ধে আনিত নারী কেলেঙ্কারিবিষয়ক অভিযোগ অসত্য প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম তাঁকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দেয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কিন্তু উপাচার্য শিক্ষকদের দাবি না মেনে বহিরাগত সন্ত্রাসী দিয়ে তাদের শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচি বানচাল করার অপচেষ্টা চালান। উপাচার্যের এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রশাসনের প্রায় ৮০টি পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফোরাম। ইতিমধ্যে ৫৬ জন পদত্যাগপত্র আমার হাতে জমা দিয়েছেন। বাকিগুলো সংগ্রহ করে রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠানো হবে।' এদিকে সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসনিক পদ থেকে আওয়ামীপন্থী সব শিক্ষক পদত্যাগ করবেন বলে জানালেও বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. জহিরুল হক খন্দকার ও প্রক্টর অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ।

শিক্ষক সমিতির উদ্বেগ : এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অস্থিরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে উপাচার্যের কাছে ঘটনার বিবৃতি প্রত্যাশা করেছে শিক্ষক সমিতি। সোমবার শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. খন্দকার শরীফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম সরদার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ওই উদ্বেগের কথা জানানো হয়।

উপাচার্যের বক্তব্য : উপাচার্য ড. মো. রফিকুল হক বলেন, 'তাঁরা পদত্যাগ করেছে কি না, আমি জানি না। আমার কাছে এখনো কোনো পদত্যাগপত্র আসেনি। পদত্যাগপত্র হাতে পেলে প্রশাসনকে চলমান রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম থেকে বহিষ্কারের বিষয়ে তিনি বলেন, 'যে সংগঠন বিনা অপরাধে আমার সম্মান হানি করছে, সে সংগঠনে আমি নিজেই থাকতে চাই না।'